309

309
DĀS (Nagendranāth)
Deśabhakta.
Kalikātā: N. Dāsa, [1931?].
12 p. 19 cm.
3 nationalistic songs and a short story 'Andhakāra'.
PP Ben B 17; PIB 183/29

NATIONAL ARCH

44

P.B 183/29

দেশভক্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

DAS (Nagendra Nath)

মূল্য দুই পয়সা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশভক্ত।

হত্যাকারীর পানে ভীষণ হাসিমুখে মহাবীর,
ফাঁসীর হুকুম করিল শ্রবণ সমুন্নত করি শির।
মৃত্যুভয়-লেশ নাহি দেখা যায় প্রশান্ত সুন্দর মুখে,
অচল অটল চিত্ত অচঞ্চল অসীম সাহস বুকে।
নরহত্যা পাপ হিংসার প্রেরণ নহে কভু সমুচিত,
দেশভক্তি তারে অন্ধ করিল—জ্ঞান মুছে দিয়াছিল।
চাহিল জগত রহিত করিতে দেশভক্ত প্রাণদণ্ড,
কঠোর আইন গড়িল না তাহা, শাসকের নীতি চণ্ড।
ঘনায়ে আসিল জীবন-সন্ধ্যা—মরণ-সিন্ধু তীরে,
গর্ব্বভরা বুকে নির্ভীক যুবক দাঁড়াইল ধীরে ধীরে
নয়নে তাহার জ্বলে অগ্নিকণা দেশভক্তি তীব্র দীপ্তি,
কহে বীরবর কাঁপায়ে অম্বর, মহান আমার তৃপ্তি।
মরণের ভয় কভু নাহি হয় করিয়াছি তারে জয়,
হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে ঝুলিব বীরপক্ষে সুনিশ্চয়।
এ দেহ মাটিতে মিশে যাবে কিন্তু আত্মা নহে বিনশ্বর,
সেই আত্মারূপে আমি ভগবান দেহ মাঝে নিরন্তর।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কারো সাধ্য নাই ধ্বংস করে তারে কভু তার নাহি ক্ষয়,
নাহি তার লয় আত্মা অজর আমি অমর অব্যয়।
অগ্নিদেবের সাধ্য নাহি হয় পুড়াইতে মোরে পারে,
গীতার বচন, শস্ত্র আমারে ছেদন করিতে নারে।
পবন পারেনা শুষ্ক করিতে জলেতে পচেনা সত্য,
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, আমি সর্ব্বব্যাপী নিত্য।
আমি মৃত্যুহীন বিলয় বিহীন আসি যাই ধরাতলে
যুগে যুগে নব সৃষ্টি পরিগ্রহী বিশ্বখেলা তাই চলে
আমি বিশ্বময় বিভক্ত হইয়া নটনটী রূপে থাকি
ধরা রঙ্গমঞ্চে করি অভিনয় আপনারে মারি—রাখি
কভু রণরঙ্গে মাতি নামাস্তরে সংহার মূরতি ধরি,
মানবের তরে মানব-জগতে ধ্বংসলীলা সদা করি।
যেথা অত্যাচার আমার কৃপাণ শুদ্ধ সেথা সদা রয়,
দূরীভূত হয় যত অনাচার সন্ধানে করি লয়।
আমি তাণ্ডবের কর্ত্তা যবে হয় বিশ্ব-আলোড়নকারী,
আমার করম সাধন করিয়া ধরামাঝে দেহ ছাড়ি।
কে মারিবে মোরে? আমার ললাটে আমিই লিখেছি ফাঁসী,
এ দেহ ছাড়িয়া আবার হাসিব ধরায় নিয়ত আসি।
এই মোর ফাঁসী! যাবে রক্ত-ধারা 'ওঠ্ জাতি ওঠ্ জেগে,
কে পরিবি গলে মরণের ফাঁসী আয় তোরা সব বেগে।'
এ নহে গো ফাঁসী মরণের বাঁশী গায় জাগরণ গান,
তারস্বরে নাগরে ছেড়ে যেলে যায় গর্জ্জে প্রলয় তুফান।
আমার জীবন যবনিকা পাতে জাগ্রত হইবে শক্তি,
লক্ষ লক্ষ দেহে সঞ্চারিবে শুধু শতাগ্নির দেশভক্তি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যে জন জীবন দেশের কল্যাণে বলি দিতে পারে যেই,
তার তুল্য সুখী কে আছে জগতে ভাগ্যবান অতি সেই।
এ নহে মরণ নব উদ্বোধন জাতি-ভাগ্য-বিধাতার,
এ শুধু কীর্তি ছুঁয়ে পারাবার পার হ'তে সন্তরণ।
পরাধীন জাতি জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে বীর জাগো,
তাণ্ডব তালে নাচে মহাকাল—দেশের কল্যাণে লাগো।
বিষময় জলে প্রলয়ের বিধা—সংসার পুড়িয়া ছাই,
সেই ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া শঙ্কর শ্মশানে নাচিছে তাই।
সব যাবে পুড়ে তাই বিশ্বজুড়ে উঠিয়াছে হাহাকার,
যাও সবে ভুলে মায়ার সংসার—এ সংসারে কেবা কার?
শুধু সত্য দেশ আর সব মিথ্যা বীরত্ব দেখাও সবে,
শুভ মালঞ্চে পুষ্প ফুটিবে—কীর্তি রহিবে তবে।
গৌরবে ভরিবে, ভারত জননী হইবে পুণ্যে মুক্ত,
মহাতেজা তার সন্তানগণ হইবেক অমৃত।
জাগো মোর দেশ! সাধনার শেষ হউক আমার রক্তে,
যাই ঊর্দ্ধলোকে কর আশীর্ব্বাদ সবে দীন দেশভক্তে।
আনত মস্তকে আশীষ লইয়া, ছেড়ে গেল মহাপ্রাণ,
ভারতের বুক ভাসিয়া উঠিল দেশভক্ত অভিমান।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গান।

আর কি ভাবনা চেয়ে গো দেখনা জেগেছে ভারত ললনা
ঘোম্‌টা খুলেছে লাজ ভয় ত্যেজে
দেশ হিতে তারা প্রাণ ঢেলে দেছে
পাগলিনী প্রায় ছুটে যেতে চায় রণাঙ্গণে মৃত্যু কামনা।
দলে দলে বীর সমরেতে মরে
আজ বলিদান করে অকাতরে
মহাশক্তি কেন বিলাস কাননে রণস্থলে রবে মগনা ?
তাই শোন কানে বলে যত নারী
চল সবে মরি চল সারি সারি
ভোগ সুখ ছাড়ি পুরুষের সনে রণরঙ্গে মাতি চলনা।।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গান।

আমার প্রভু নিয়ে চল এমন এক দেশে—

"ভায়ের পরে ভাই যেখানে
ঈর্ষা হিংসা নাইকো জানে
বড় ছোট নাই ভেদাভেদ
যেথায় হেসে হেসে।
কাজল যেথা পেটটী পূরে
দিন দুখেরা আহার করে
লজ্জা-সরম বজায় রাখে
যায়না কেহ ভেসে।
যাদের মাঝে কেবল গান
প্রেমের কথা মিলন-বান
সাম্যের বিজয়-ভেরী সদা
বাজায় তারা বেশে।
শোক তাপ নাই দুঃখতরী
জরা মৃত্যু নাইকো ভরা
চির শান্তি বিরাজ করে"
জীবনেই শেষে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অন্ধকার।

জীবনে সে একটা মস্ত ভুল করেছিল। নিজে রূপবান পুরুষ ছিল না, রূপসী হ'য়ে এক সুন্দরীর গলায় মাল্যদান করে' বসেছিল। কিছুদিন পরে তার দিব্য জ্ঞান লাভ হ'ল, কত বড় একটা অন্যায় কাজ সে করেছিল।

রূপসী বনিতা সর্ব্বক্ষণ রূপের অহঙ্কারে আত্মহারা—তার ধারণা বিশ্ব-সংসারে তার মত সুন্দরী আর দুটী নাই। কিন্তু রূপমুগ্ধ উন্মাদ যুবক তার এ আত্মাভিমান অম্লানবদনে বরদাস্ত করতো, কেননা, সে তাকে নিজের জীবনের চেয়ে বড় মনে করে' প্রাণপেক্ষা ভালবাসতো।

একটা সদাগরের আফিসে সে চাকরী করতো। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাসে মাসে যা মাইনে পেত, তাতেই অতি কষ্টে তার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হ'ত। মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য তার চারি পাশে সর্ব্বক্ষণ তাণ্ডব-নৃত্য করে' বেড়াতো সত্য কিন্তু সে দুঃখের মধ্যেও নিজেকে সুখী মনে করতে পারতো, যদি একটি দিনের তরেও তার বনিতার মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনতে পেত। তার এ দুঃখ করে রূপসী বনিতার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না—

গত অভাব অভিযোগ মেনে তুমেও তাকে অনেক আবদারে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলতো। সে ঘোর বাস্তবপন্থী—তার বিলাস বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য সর্ব্বদা সাবধানিত। সে চাইত, নিজে নিজে হয়ে থাকবে—দু দশখানা গহণা গড়ে' দশজনের কাছে বাহবা নেবে। তাই প্রতিদিন বনিতা তার হৃদয়ের কঠোর বাণী তাকে শুনাত, এতদিন বিয়ে করেছ, একখানা গহনা দেবার ক্ষমতা তোমার হ'ল না? তাদের বাবা কতগুলা গহনা দিয়েছিলেন! তোমার সংসারে এসে আমি জলে পুড়ে মরলাম দেখ্‌ছি। না পেলাম কিছু ভাল-মন্দ খেতে, না পেলাম ভাল মন্দ পরতে। বিধাতা কেবল আমাকে রূপই দিয়েছিলেন, এ রূপের কদর কেউ বুঝ্‌লে না।

সে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত, বনিতার এই সোজা স্পষ্ট কথা গুলো শুনে। বনিতার মুখপানে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে থেকে ভাব্‌তো, এত রূপ এত সৌন্দর্য্য যার, তার কি কোন গুণই ভগবান দেন নি? এ নারী কি? মানবী না মায়াবি? বনিতার সেই বিষমাখানো বাণী শুন্‌তে শুন্‌তে মাঝে মাঝে তার অন্তরাত্মা যেন ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠ্‌তো—আর যেন গর্জ্জে উঠে বল্‌তো, ওরে রূপমুগ্ধ মানুষ! আর কতকাল রূপের পূজা করবি? অজ্ঞান পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয় বলে' মানুষ হ'য়ে তোরা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবি?

সত্যই ত তাই! গুণের আদর করে' তার পূজা করতে করে' থাকে? প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়েই ত মানুষ নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আনে। যোবেদের নির্ম্মলার সঙ্গে তার প্রথম বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছিল। সে ছোট বেলা থেকে জান্‌তো, নির্ম্মলা রূপসী না হ'লেও তার মধ্যে অনেক গুণ বর্ত্তমান। কালো বলেই ত সে তাকে বিয়ে করেনি। তার বন্ধু অজিতের সঙ্গে নির্ম্মলার বিয়ে হ'ল। অজ

দিনের মধ্যে চারি দিকে নিখিলার নাম ছড়িয়ে পড়ল। নিখিলার গুণে অভিভূতার একজন ভাগ্যবান পুরুষ। আর সে? হায়রে অদৃষ্ট তার!

তার মত একজন সামান্য কেরাণীর সংসারে পাঁচ ছয় জন লোক বর্ত্তমান। তার বৃদ্ধ পিতা—তিনি অকর্ম্মণ্যতাগী, বৃদ্ধা মাতা এবং নিজেরও দুই তিনটী সন্তান। এতগুলো জীবকে তার সেই সামান্য আয়ের দ্বারা অন্ন-পোষণের ব্যবস্থা করতে হ'ত।

তারপর বৃদ্ধ বয়সে তার বাবা বড় খিট্‌খিটে হ'য়ে পড়েছিলেন। এককালে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতেন—সুখের কোলেই তাঁর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হ'ত। কিন্তু হতভাগ্য পুত্রের হাতে পড়ে' শেষ জীবনে তাঁর কোন সাধ পূর্ণ হ'ত না—তাদেই অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাকে অনবরত রূঢ় ভাষায় গালি গালাজ করতেন। তারও ত মানুষের প্রাণ! কত সহ্য হয়! মাঝে মাঝে তার প্রাণটা ভূরে ভূরে কেঁদে উঠ্‌তো, হে ভগবান! আমার মত একজন মানুষের স্কন্ধের মাথায় এত দুঃখ কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ?

জীবনে সে কখনো কারও কথার মুখ আঁধার করে নি। হাসিমুখে সংসারের শুরুভার বহন করে' সকলের আবদার অত্যাচার বরদাস্ত করে' নিয়েছিল। কিন্তু আর যেন তার বড় অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। আয় বাড়ে না, অথচ সংসারের খরচ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার-ওপরও খিট্‌ খিট্ করবার মাত্রাটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছেন—মুখ ঝামটা তাকে আনিয়ে দিচ্ছেন—আর বনিতা তার রূপের সাধনার জন্য অনবরত দাবী দাওয়া পেশ করে' বেশ দু কথা শুনিয়ে দিচ্ছে, ছিঃ! ছিঃ! তোমরা কি মানুষ? রূপের কদর বুঝ্‌তে না—পতিব্রতা ভার্য্যাকে সাজাতে জান্‌তে না?

এ অবস্থায় সে কি করে? কোন্ পথে যায়? কেমন করে'

সংসারের দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবে—কবিতার বিলাস-বাসনা পূর্ণ করবে? চুরী করবে না তাতাতি করবে? না, পরের দোরে ভিক্ষা করে এনে সকলের মুখের বিধান করবে—তাও না কে দেবে? হায় ভগবান!

সে একবার মনে মনে ঠিক করলে, এত কাজ করলে হয় না? আজ আফিস থেকে মাসার দুই টাকা চুরী করবো। যা থাকে কপালে! ধরা পড়লে যেল হ'বে? হয় হোক্। কবিতার অনাদর হ'বে—পরিহাস হ'বে—বিদুষকের মত সংসারের দারিদ্র ঘুচে যাবে। আমি যে আমার পিতামাতা কবিতা সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। প্রাণাপেক্ষা যাদের ভালবাসি তাদের এক খানিকটে যন্ত্রণা কিছুতে পারবো না? কিন্তু আবার তার মতি পরিবর্তন হ'ল, না—না—প্রাণ থাকতে-এত বড় একটা নিন্দনীয় কাজ করতে পারবো না। হে ভগবান! বলে' দাও উপায়, কেমন করে' আমার এ দুঃখের অবসান হ'বে?

অনেক ভেবে চিন্তে সহসা তার মনের মধ্যে একটা অসাধ্য সাধনের উদয় হ'ল। অমনি সেই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এক মাসের মাহিনা থেকে কতকগুলো টাকা সে তার পক্ষে তখন অপব্যয়ের মত করে বসলো। সে জানতো, সে অপব্যয় হতে হয়ত এখনি মস্ত আয় হবে—তার কবিতার বিলাস বাসনা পূর্ণ হবে—সংসারের দুঃখ দৈন্য কিছুকালের মত ঘুচে যাবে। তারপর যার ভাগ্যে যা আছে, হবে। অবশ্য এই অপব্যয় করার জন্য দারুণ হাহাকারের রবে সংসারটা যেন তোলপাড় হয়ে উঠলো। তথাপি সে মনে মনে একরকম তীব্র আমোদ অনুভব করলে।

নিজের জীবনটার জন্য সে আর বিন্দুমাত্র চিন্তা করতো না। প্রাণাপেক্ষা যাদের ভালবাসে প্রাণ বিনিময়ে তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো। অবিলম্বে সে তার শরীরের উপর

করেছে। অত্যাচার আরম্ভ করে দিল। কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তার জ্বরের সূত্রপাত হল—তার পরেই প্রবল বেগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হল।

সে শয্যাশায়ী—অত্যাচারীরা হা হা করে তার সংসারটাকে গিলে খেতে উদ্যত হল। এমন সময় একদিন তার মহাশয় এসে তার শিয়রে বসলেন। কতদিন মোচনীয় পরিণাম ভেবে হয়ত তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল, তাই বাধ্য হয়ে সংসারে কিছু দান এবং নারীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মরণই তার তখন একমাত্র কামনার বস্তু। ভগবান তাতে সদয় হলেন, কাজেই সে মরণের পথের যাত্রী।

অজ্ঞান ত সে সর্ব্বক্ষণ হয়ে পড়ে থাকতো, হঠাৎ একদিন সজ্ঞানে চোখ মেলে, রূপসী বনিতা পাশে বসে আছে, আর তার ডাগর ডাগর দুটী চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল গড়ায়ে পড়ছে। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বনিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ওকি! কাঁদ কেন?

বনিতা তার দুই পা জড়ায়ে ধরে বলে' উঠ্‌লো, ওগো! আমার রূপের অভিমান ভেঙে গেছে। আমি কিছুই চাইনা—আর কখনো তোমাকে আশাভঙ্গ করবো না- তুমি বেঁচে ওঠ।

সে বললে, এত শীঘ্র তোমার মতি পরিবর্ত্তনের কারণ?

বনিতা কেঁদে উঠে বললে, ওগো! আমি বুঝতে পেরেছি, আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ। আমি তোমাকে আজীবন আদিয়ে গুদিয়ে মেরেছি—তোমার শত অভাব জেনে শুনেও গহনা গহনা করে তোমার মরণ প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। আমি মহাপাপ করেছি। আজ দিব্য জ্ঞান লাভ হয়েছে, শুধু গহনা পরলেই নারীর রূপযৌবন ফুটে ওঠে না—গুণের পাশেই তার যথার্থ সৌন্দর্য্য।

অপরাজিতা তীব্র কথা শুনে কণেকের তরে তার সারা দেহখানি যেন ঘৃণাসূত্রে নির্মিত হয়ে গেল এক আনন্দ ঘৃণায় মেতে। তারপর ধীরে ধীরে মিঃ খান চেয়ে দেখি তার মন-পাখী বলে উঠলো, আঃ! আজ আমার জন্ম সার্থক হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে দুঃখভরে বলল, আর কিছুদিন আগে যদি তোমার এ জ্ঞান লাভ হ'ত, আমার জীবনে দীনতা থাকতো না। আমি আজন্ম আশাহারা হ'য়ে অসহ্য দুঃখ-কষ্টের পাহাড় মস্তকে ধারণ করে' পরিত্রাণ হুতে বুক ফুলিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু আর উপায় নেই। আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি। আমি যে রোগে ভুগে মরছি, এ আমার ইচ্ছাকৃত রোগ—আমি আত্মহত্যা করছি। আজ আমি সব খুলে বলছি। শোন, এ জীবনে আমি তোমাকে এত ভালবেসেছিলাম, মানুষ মানুষকে এত ভালবাসতে পারে কি না জানি না। কিন্তু তোমার কাছে তার কিছুই প্রতিদান পাইনি—বরং আমাকে তুমি ঘৃণার চোখে দেখেছ। তবুও আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি তার উপর যখন তুমি আমাকে গহনা গহনা করে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করে তুললে, এবং সংসারের দারুণ অভাব অভিযোগের মাঝখানে পড়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হল। তখন মনে মনে এক ভীষণ কল্পনা করে গোপনে গোপনে দু হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করে আমি মরণের জন্য শরীরে রোগ চুকিয়েছি। আমি মরে গেলে তোমরা দু হাজার টাকা পাবার করতে পারবে। কিন্তু আমি যত ভুল করেছি। আমার মৃত্যুর পর তুমি বিধবা হবে, সুতরাং গহনা পরার সাধ ত তোমার মিটবে না!

অমনি বনিতা চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠে বলল, ওগো দেবতা! কেন এ কাজ করলে তুমি? এত ভালবাসা তোমার হৃদয়ে আত্মবলিদান করে

আমাকে গহনা দিয়ে সাজাতে চাও? স্বামি! দেবতা! শত অপরাধ করেছি বলে এমনিভাবে আমাকে কাঁদাবে?

বনিতার দুঃখে তার প্রাণ গলে গেল—আমার যেন তার বাঁচতে ইচ্ছা হল। এমন সময় 'বাবা' 'বাবা' বলে তার পিতামাতা ও সন্তানেরা তাকে ঘিরে ফেলে দিল। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। তারপর বোধ হয় তার মনে হল, জগত অন্ধকার।

সমাপ্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত

অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবহুল অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস

১। **যশের বীরকুমার।** যশের যুবরাজ বিক্রমসিংহের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বল যুবরাজ অগণ্য পরাক্রমশালী সপ্তরিপুর অধিপতিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেশবাসী আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে—কোটী কোটী লোকের চক্ষের সম্মুখে অতি কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া চৌর্য্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন অথচ কেহই তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না—কি অদ্ভুত লীলা! কেন বারোক্রোশের [illegible] দেখিতে হয়—কি হয়—কি হয় এই ঘরে—এই ঘরে, কেন আলেয়ার আলোর মত কোথায় লুকাইয়া যায়। পড়ুন, স্বদেশী বীরের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হউন। সচ্চরিত্র, উদার হৃদয়, পরম ধার্ম্মিক তরুণবয়স্ক যশের যুবরাজের কাহিনী পাঠ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়ে। এই পুস্তকে আরও অনেক মধুর চিত্র ও চরিত্র আছে। মূল্য সামান্য—বারো আনা মাত্র।

২। **সমর-সঙ্গিনী।** বীরকুমারের চরিত্রের পরবর্ত্তী ঘটনা। ইহাতে সেনাপতি-তনয়া সুধাসতীর স্নেহময়ী ও মধুর চরিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইবেন। ইহার মূল্যও বারো আনা।

৩। **রণরঙ্গিনী ও প্রতিজ্ঞা-পালন।** (একত্র) এই দুই খানি পুস্তক সমর-সঙ্গিনীর পরবর্ত্তী অংশ। অদ্ভুত উপায়ে যশের যুবরাজ কর্ত্তৃক রাজকন্যা সুবর্ণলতা হরণ। বৃহৎ আকার—মূল্য পাঁচ সিক্কা মাত্র।

উপরোক্ত তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে লইলে আড়াই টাকায় পাইবেন। ভিঃ পিঃতে লইলে ডাকমাশুল অতিরিক্ত লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

স্বয়ম্বরা।

হাসির লহরা। নবরসের ফোয়ারা। সৌন্দর্য্যের ঝরণা। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে হাসিতে হাসিতে, গড়াইতে গড়াইতে নখাগ্র হইতে শিখাগ্র হইলেও হাসি থামিবে না।

মূল্য এক টাকা। ভিঃ পিঃতে পাঁচ সিকা।

বেকার সমস্যার সমাধান।

কর্ম্ম অভাবে যাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের আনন্দ উপভোগ করুন। যেখানে বাঙ্গালী—যেখানে জনতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া এই পুস্তকের কবিতাটী উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলে যথেষ্ট পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু সুশিক্ষিত যুবক এই কার্য্য করিয়া প্রতিদিন চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। ইহা কি সুখের বিষয় নহে? গোলামী করিয়া আত্মরক্ষা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুন।

এই পুস্তকের পাইকারী দর প্রতি শত এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিতে একশত পুস্তক দুই টাকা পড়িবে। অধিক পুস্তকের জন্য চুক্তি দর স্বতন্ত্র। রেল পার্শেলে লইতে হইলে তিন টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে মাল পাঠানো হয় না। নাম ধাম স্পষ্ট লেখা চাই। বিনাই কার্ড যাতায় পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস ব্রাদার্স

৪ দীননাথ মিত্র লেন, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ গলি)

প্রকাশক ও প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। "আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।